দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 MAY 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

সরকারী কর্মকমিশন রিপোর্ট

উচ্চ শিক্ষিত বেকার সংখ্যা বিরাট সমস্যা হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সরকারী চাকরিতে সাধারণ ক্যাডারে শূন্য পদের তুলনায় আবেদনকারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এ সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

রোববার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে পেশকৃত সরকারী কর্মকমিশনের ১৯৯২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এই মন্তব্য করা হয়েছে।

সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী নূরুল হুদা গতকাল সরকারী কর্মকমিশনের ১৯৯২ সালের এই বার্ষিক প্রতিবেদন ও স্মারকলিপি সংসদে উপস্থাপন করেন।

প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ১৯৮৫ সালে একটি শূন্য পদের জন্য মাত্র ২৭ জন উচ্চ শিক্ষিত বেকার ছাত্র আবেদন করেছিল। প্রতিবছরই প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ সে অনুপাতে শূন্য পদের সংখ্যা বাড়েনি। বরং এই সংখ্যা কমে যাওয়াতে

(৫–এর পৃঃ দ্রঃ)

উচ্চ শিক্ষিত বেকার

(প্রথম পাতার পর)

১৯৯১ সালে শূন্য পদ ও প্রার্থীর আনুপাতিক হার দাঁড়িয়েছে ১ অনুপাত ১০৪। এটা বাস্তবিকই জাতির জন্য ভাবনার বিষয়। ১৯৯০ সালে এ হার ছিল আরো বেশী অর্থাৎ ১ অনুপাত ১৫১।

প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ১৯৮৫ সালে সাধারণ ক্যাডারের ৭৪৪টি শূন্য পদের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ২০,২৭১, ১৯৮৬ সালে ৩৯৮টির জন্য ২৮,১০৪, ১৯৮৮ সালে ২৪৭টির জন্য ৩১,২৫১, ১৯৮৯ সালে ৩০৩টির জন্য ২৫,৬২০, ১৯৯০ সালে ১৪৫টির জন্য ২২,০২৫ এবং ১৯৯১ সালে ২৯২টি শূন্য পদের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ৩০,৫০৯ জন।

এছাড়া আরেকটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে, কারিগরি ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রার্থীরা তাদের নিজস্ব ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত হচ্ছে। পেশাজীবী হিসাবে কৃষিবিদদের নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে সাধারণ ক্যাডারে চাকরিলাভের প্রবণতা বেড়ে চলছে এবং প্রতিবছরই তাদের সাধারণ ক্যাডারের পদে চাকরি প্রাপ্তির পরিমাণ বাড়ছে। ১৯৮৫ সালে কারিগরি ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রার্থীরা যেখানে সাধারণ ক্যাডারের ১৪% পদ পায়, ১৯৯০/৯১ সালে সেখানে তারা পায় ২৪% পদ। এই প্রবণতার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করেন।